প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **গোপালগঞ্জ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৬ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**মঠবাড়ী মন্দির**		গোপালগঞ্জ সদর গ্রাম: শুকতাইল	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৩)	শুক্তাইল বাজার থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তরে, লোকালয় থেকে দূরে নির্জন স্থানে চারদিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত উঁচু স্থানে মঠটি অবস্থিত। পোড়ামাটির শিল্পে আবহমান ধারায় সমৃদ্ধ মন্দিরটি একটি উজ্জল নিদর্শন। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনার নির্মিত চৌচালা মন্দির। বক্র কার্নিশযুক্ত মন্দিরের বহি:ভাগে সম্পূর্ণ পোড়ামাটির ফলক দিয়ে চমৎকারভাবে অলংকৃত। দক্ষিণমূখী মন্দিরটির প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ফুট।
২.	**বহালতলী প্রাচীন মসজিদ**		কোটালীপাড়া	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: শা:৬/প্রত্ন: অধি:-৮/৯৩ ১৯ জুন ২০০২	প্রাচীন স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যই আর অক্ষুণ্ন নেই। স্থানীয় কর্তৃক আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
৩.	**জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থল**		**টুঙ্গিপাড়া**	২২°৫৪'২২.১" উ. ৮৯°৫৩'৪৬.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৩)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসস্থলে অবস্থিত কাচারি ভবনটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্বদুয়ারী। ভবনটির দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭ মিটার ও প্রস্থ ৩.৮১ মিটার এবং প্রতিটি দেয়ালের প্রশস্ত ০.৬১ মিটার। ইমারতের মধ্যস্থানে একটি প্যাসেজ বিদ্যমান। এই প্যাসেজ দিয়ে বাড়ির ভিতর আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং বের হওয়া যেত। ইমারতের উভয় অংশে উঠার জন্য ভূমিতল হতে ভিত্তিমুল পর্যন্ত দু'ধারে চার ধাপের সিঁড়ি রয়েছে। এর অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালের উভয় পাশে দু'টি করে মোট আটটি জোড়ায় ষোলটি কুলংগি ও একটি করে মোট দু'টি একক কুলংগি রয়েছে। ইমারতটির ছাদ কড়ি বর্গার উপরে নির্মিত। পুরাকীর্তিটির অবস্থান ও গঠনশৈলী দেখে ধারনা করা যায় যে, স্থাপনাটি বঙ্গবন্ধুর পূর্ব পুরুষগণ কাচারি বা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**পুরাতন কাচারীবাড়ী**		মকসুদপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ০৫ এপ্রিল, ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৮)	গোপালগঞ্জ পুরাতন মুকসুদপুর বাসস্ট্যান্ডের ২০০ মিটার উত্তরে কাচারীবাড়ীটির অবস্থান। ইট দ্বারা নির্মিত ইমারতটি দক্ষিণমুখী এবং এর আয়তন ১৭.১০ মিটার। কাচারী বাড়ীটি ব্রিটিশ আমল হতে খাজনা আদায়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ভবনটিতে মোট ৫টি ছোট-বড় কক্ষ রয়েছে।
৫.	**ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ কর্তৃক নির্মিত হরিণাহাটি জমিদার বাড়ি**		কোটালীপাড়া	২২°৫৮'৫৯.৮৮৬ উ. ৯০°৩'৫২.২৩৬ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪২)	জনশ্রুতি রয়েছে স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সচ্চিদানন্দ বাড়িটি নির্মাণ করেন। আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত দক্ষিণ মুখী মোট ০৩টি ভবন, সদর মহল ও অন্ধর মহলে শান বাধানো ঘাটসহ দু'টি পুকুর এবং একটি কাষ্ঠ নির্মিত একটি কক্ষ রয়েছে। এ দ্বিতল ভবনে মোট ৩৩টি কক্ষ রয়েছে। ভবনগুলোর ইটের গাথুনিতে চুন ও সুরকির ব্যবহার করা হয়েছে, তবে পলেস্তারাতে কোথাও কোথাও সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদ নির্মাণে কাঠের কড়িবর্গা ও বিম ব্যবহারের পাশাপাশি কোথাও কোথাও লোহার কড়িবর্গা ও বিম ব্যবহার করা হয়েছে। দোতলায় উঠার জন্য লতা পাতা ফুলের নকশাকৃত লোহার পেচানো সিড়ি রয়েছে। বাড়িটির স্থাপত্যিকশৈলীতে ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থাপত্যশৈলী দেখে মনে হয় উনিশ শতকের শেষভাগে নির্মাণ করা হয়।
৬.	**মহারাজপুর জমিদার বাড়ি**		মহারাজপুর, মুকসুদপুর	২৩°১৮'১১.২৯৫ উ. ৮৯°৫৪'৪৮.৩১৮৮৪ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ আগস্ট ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৭)	স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় মহারাজপুর জমিদার বাড়িটি জমিদার কৈলাশ চন্দ্র বসু ১৩২২ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ জমিদার ছিলেন। এ স্থাপত্যশৈলীতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব লক্ষণীয় যা ব্রিটিশ আমলের ভবন মর্মে প্রতীয়মান হয়। দক্ষিণমুখী বাড়িটির মূল ভবন তিনটি ইংরেজি ইউ (U) আকৃতির যার মাঝখানে বিশাল অঙ্গন রয়েছে। দক্ষিণাংশে একতলা মন্দির, মন্দিরের পশ্চিম পাশে অতিথিশালা এবং পূর্ব পাশে রন্ধনশালাসহ উত্তর ও দক্ষিণাংশে শান বাঁধানো দু'টি পুকুর রয়েছে।